সম্পাদকীয়

কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত বানচাল করতেই কি ইসরো নিয়ে এই অপপ্রচার?

ভারতের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র বা ইসরোয় কি এবার গণইস্তফা পর্ব শুরু হল? সংবাদমাধ্যমের খবর, গত এক মাসে যা অবস্থা হয়েছে তাতে এই প্রশ্নই উঠছে। তথ্য বলছে, গত এক মাসের একটু বেশি সময়ে ইসরো থেকে নাকি ইস্তফা দিয়েছেন একশো কুড়ি জনেরও বেশি সংখ্যক প্রথম সারির বিজ্ঞানী। এর জেরে আগামী বছর ইসরোর গগনযান অভিযানও নাকি প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে। গোটা ঘটনায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, ঠিক কী কারণে, এই ইস্তফা তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত একটা শব্দও খরচ করেনি কর্তৃপক্ষ। এমনকী, যে গগনযান অভিযান নিয়ে সংবাদমাধ্যমে এত কথা হচ্ছে, তা নিয়েও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি ইসরোর। তবে খবর, সংবাদমাধ্যমে এই প্রচার শুরু হতেই নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, সম্প্রতি ভারতের মহাকাশ গবেষণায় নতুন অনেক বেসরকারি সংস্থা এসেছে। জন্ম নিচ্ছে নতুন নতুন স্টার্ট আপ। তারাই ইসরোর বিজ্ঞানীদের বেশি টাকার চাকরির অফার করছে। সেখানে, পদোন্নতি-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও বেশি। ফলে 'ভালো অফার' পেয়ে দলে দলে ইসরো ছাড়ছেন বিজ্ঞানীরা। তবে অন্য একটি মহলের মতে গোটা ঘটনাটি সংবাদমাধ্যমে যেভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা হচ্ছে, আদতে বিষয়টা ততটা গুরুতর নয়। অনেকটাই অতিরঞ্জিত করে দেখানো হচ্ছে। তাদের দাবি, ইসরোতে নতুন একটি নিয়ম এনেছে কেন্দ্র, সেটাকে বানচাল করতে এই অপপ্রচার শুরু করেছে বিরোধীদের একাংশ। কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণা মন্ত্রক গত ১৪ জুলাই এক নির্দেশ জারি করেছে। তাতে বলা হয়েছে, গগনযানের মতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযান বা জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত কোনও প্রকল্পে যুক্ত থাকা প্রথম সারির কোনও বিজ্ঞানী ইস্তফা দিতে চাইলে বা স্বেচ্ছাবসর নিতে চাইলে, এতদিন তাদের ইসরোর বিভিন্ন সেন্টারের ডিরেক্টরদের কাছে ইস্তফা দিতে হত। নয়া নির্দেশিকায় তাঁদের সেই ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে কোনও বিজ্ঞানী ইস্তফা দিতে চাইলে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণা মন্ত্রক।

শব্দছক ২১৯

রবি দাস

১		২	■	৩		৪	■
	■	৫			■	৬	৭
৮	৯		■	১০	১১	■	
■		■	১২			১৩	
১৪		১৫			■		■
	■	১৬		■	১৭		১৮
১৯	২০	■	২১			■	
■	২২			■	২৩		

পাশাপাশি: ১. ভাগ্য ৩. বাসস্থান ৫. শোভাযাত্রা ৬. অস্ত্রাধার ৮. যুদ্ধ ১০. শুশ্রূষা ১২. আনন্দের চরম মাত্রা ১৪. আবহমানকাল ধরে চলে আসা ১৬. অপেক্ষা করো ১৭. হত্যা ১৯. স্বল্প ২১. সাদা ২১. হত্যাকারী ২৩. বাসনা

ওপর-নিচ: ১. রস-বিহীন ২. অন্ধকার ৩. আলস্যে নিমজ্জিত ৪. বন্ধু ৭. মনোমত ৯. সুরা ১১. মহিলা ১২. যা পরিশোধন করে ১৩. পুত্র ১৪. থুতনি ১৫. গুপ্ত প্রতিনিধি ১৭. উত্তপ্ত প্রবাহ ১৮. সুনয়নী নারী ২০. এক অশুভ নক্ষত্র

সমাধান ২১৮ — পাশাপাশি: ১. ধরা ২. সরস ৫. আহত ৬. বাঘ ৭. বান ৯. মনমালিন্য ১১. নবজাত ১৩. রঙ্গকারি ১৬. বিনাকারণ ১৮. নক্ত ১৯. বাতি ২০. বাসা ২১. দুর্ভেদ্য ২২. মস্ত

ওপর-নিচ: ১. ধনবান ২. সহমত ৩. রতন ৪. জঘন্য ৬. বালি ৮. নব ১০. মাতঙ্গ ১২. জালিকা ১৩. রণবাদ্য ১৪. কান ১৫. রিক্তহস্ত ১৬. বিবাদ ১৭. নাতি

আজকের দিন

■ **১৯৪৭** — ভারতীয় স্বাধীনতা আইন রাজকীয় অনুমোদন লাভ করে।

■ **১৯৭৬** — নাদিয়া কোমানেচি অলিম্পিকে নিখুঁত '১০' স্কোর করেন।

■ **২০০৬** — মিশিগানের ডেট্রয়েট শহর প্রায় ১৮ বিলিয়ন ডলার ঋণের তালিকা দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে বৃহত্তম পৌর দেউলিয়াত্বের জন্য আবেদন করে।

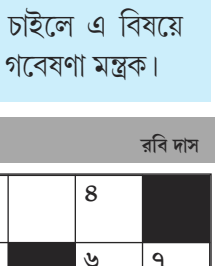

জন্মদিন

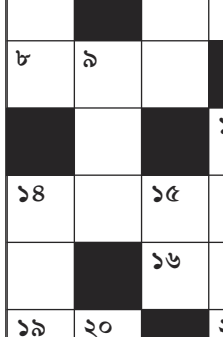

১৮৬১ *বিশিষ্ট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জন্মদিন।*

১৯৯৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঈশান কিষানের জন্মদিন।*

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

দলের প্রভাবশালী নেতার বাংলাদেশে লগ্নি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তৃণমূলেরই বিধায়ক

মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় র‍্যাডিকালিজম বৃদ্ধি?

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: 'মালদার এক তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতার মোটা অংকের টাকা বাংলাদেশের লগ্নি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই তৃণমূল নেতা বাংলাদেশের ঢাকাতে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নার্সিংহোমও গড়ে তুলেছে। তার লগ্নি করা এই টাকার মৌলবাদী কার্যকলাপে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা সেটা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি এনআইএ'কে তদন্ত করে দেখা উচিত।' বৃহস্পতিবার একটি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় এরকমই বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন চাঁচলের তৃণমূল বিধায়ক তথা প্রাক্তন আইপিএস কর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেন, 'এই জেলার এক নেতার মাধ্যমে টাকা গিয়েছে বাংলাদেশে। সে নির্বাচনের আগে বাংলাদেশ গিয়েছিল। আমাদেরকে বলেছিল হায়দ্রাবাদে যাচ্ছে চিকিৎসা করাতে। পরে আমি এটা জানতে পেরেছি সে বাংলাদেশের গিয়েছে। সিঙ্গাপুর বা আমেরিকার মতোন বাংলাদেশ কোনও বন্ধু দেশ নয়। সেখানে টাকা লগ্নি করা ঝুঁকিপূর্ণ। মালদা, মুর্শিদাবাদ জেলায় যেভাবে রেডিকালিজম বাড়ছে, তাতে এই ধরনের লগ্নি দেশের পক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ।'

তৃণমূল বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বলেন, 'আমরা চাই এটার এনআইএ তদন্ত করুক। রেডিকালাইজেশনের কাজে এই টাকা ব্যবহার হতে পারে। যা জাতীয় সুরক্ষার ব্যাপার। শেখ হাসিনার একটা সরকার ছিল সেই সময়ে টাকা দিয়েছিল। পড়ে ভারত বিরোধী ইউনূস সরকারের আমলেও সেই টাকা গিয়েছে। আমি জানতে পেরেছি নির্দিষ্ট সোর্স মারফত। তদন্তের জন্য এরপর এন আই এ তদন্তের জন্য চিঠি লিখব। সেই নেতা এখনও জনপ্রতিনিধি। তদন্তের স্বার্থে তাঁর নাম আমি বলবো না। যা লেখার চিঠি লিখে বর্তমান সরকারকে জানাব। আগে বিষয়টি জানতে পারিনি, নির্বাচনের পর জানতে পেরেছি।' উল্লেখ্য, মালদায় তৃণমূল জামানায় প্রায় দুই দফায় তিন বছর পুলিশ সুপারের দায়িত্বে ছিলেন বর্তমান চাঁচলের বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৩ থেকে ২০১৬ সালের ব্যবধানে তিনি মালদায় থেকে পুলিশ সুপারের দায়িত্ব সামলেছেন। ফলে মালদার মানচিত্র সেই সময় থেকেই তাঁর হাতের মুঠোয় বলা যেতে পারে বলে ধারণা একাংশ রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের। সমস্ত আঁটঘাট বেঁধেই তৃণমূলের ওই বিধায়ক এইসব তথ্য জানতে পেরেই ময়দানে নেমেছে বলেও একশ্রেণির রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি। তৃণমূল বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন,'যেমন হাওলার মাধ্যমে তৃণমূলের টাকায় ক্যানেল আইল্যান্ড কেনা হয়েছে। তেমনি মালদার টাকা বাংলাদেশের লগ্নি করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জামাতরা যথেষ্ট সক্রিয়। তার প্রভাব এপারে মালদা ও মুর্শিদাবাদের মতোন জেলাতে মাঝে মধ্যেই দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে এই ধরনের টাকা লগ্নী হওয়া হাওলার মাধ্যমে খুবই বিপদজনক।' এদিকে তৃণমূলের বিধায়কের বিস্ফোরক মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'তৃণমূল হচ্ছে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, কাটমানির দল। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ওরা ক্ষমতায় টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়ে এসেছিল। এখন ওদের দলেরই বিধায়ক এরকম বিস্ফোরক মন্তব্য করছে। অবশ্যই বিষয়টি নিয়ে প্রশাসন তদন্ত করবে বলে আশাবাদী।' এদিকে দলের এক বিধায়কের এমন বিস্ফোরক মন্তব্য নিয়ে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে পড়েছে মালদার তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'এই সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না, যদি কিছু বলার থাকে একুশে জুলাইয়ের পর বলব।'

বাঁধে ধস, ভাঙনের আতঙ্কে পূর্ব রাধানগরের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা বর্ষণে ফের বিপদের মুখে খানাকুল। অবিরাম বৃষ্টির জেরে খানাকুলের বালিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব রাধানগর এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত মুণ্ডেশ্বরী নদীর শাখা নদীর বাঁধের একাধিক অংশে ধস নামায় চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। দীর্ঘদিন ধরে ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা না হওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, প্রতি বছর একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হলেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের দাবি, নদীবাঁধ দুর্বল হয়ে পড়ায় বর্ষা এলেই ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। নদীর জল ফুলে-ফেঁপে উঠলেই বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। এর ফলে বহু বসতবাড়ি নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে। অনেক পরিবারকে বারবার ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে। এখনও বহু মানুষ অস্থায়ী ত্রিপলের ঘরে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। শুধু বসতবাড়িই নয়, প্রতিবছর শত শত বিঘা কৃষিজমির ফসলও বন্যার জেরে নষ্ট হয়ে যায়, ফলে চরম আর্থিক সংকটে পড়ছেন কৃষকরা।এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, বহুবার প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও সেচ দপ্তরের কাছে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ এবং ভাঙন রোধের আবেদন জানানো হলেও বাস্তবে তেমন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায়নি। তাঁদের কথায়, 'প্রতি বছর একই প্রতিশ্রুতি মেলে, কিন্তু বর্ষা এলেই আবার ভাঙন, আবার জলবন্দি জীবন।' প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় স্থায়ীভাবে নদীবাঁধ সংস্কার ও শক্তিশালী করতে কয়েক কোটি টাকার প্রকল্প প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না হওয়ায় সেচ দপ্তর পূর্ণাঙ্গ কাজ শুরু করতে পারছে না। ফলে আপাতত সীমিত পরিসরে অস্থায়ী ব্যবস্থা নিয়েই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যদিও স্থানীয়দের অভিযোগ, এই অস্থায়ী ব্যবস্থা কোনোভাবেই সমস্যার স্থায়ী সমাধান নয়। খানাকুলের সিপিএম নেতা বিপ্লব মৈত্র বলেন, 'বছরের পর বছর ধরে এই এলাকার মানুষ একই দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। নদীভাঙন রোধে স্থায়ী প্রকল্প গ্রহণে সরকারের কোনও সদিচ্ছা নেই। মানুষ ঘরবাড়ি হারাচ্ছেন, কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে, তবুও কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।' এলাকাবাসীর একটাই দাবি, আর অস্থায়ী মেরামত নয়, অবিলম্বে স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ করে তাঁদের জীবন ও জীবিকা রক্ষা করা হোক।

রাষ্ট্রপতির হাতে সম্মানিত স্বপন দত্ত বাউলের মাটির ঘর ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দীর্ঘ বহু বছর ধরে পূর্ব বর্ধমান জেলার পুরসভা ১৮ নম্বর ওয়ার্ড গোলাহাট প্রাইমারি স্কুলের পাশে মাটির বাড়িতে স্বপন দত্ত বাউল বাস করেন। গেরুয়া ড্রেস বাউলের পোশাক পরে রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা কোল ডুগি নিয়ে রাস্তায় বেরলেই ওই পাড়ায় আগের সরকারের কিছু কর্মীরা 'বিজেপির দালাল' বলে অবজ্ঞা করত অনেক আগে থেকেই। সে সব অবজ্ঞা গ্রাহ্য না করে স্বপন বাউল নিঃস্বার্থ সমাজ সচেতনে এগিয়ে চলেছেন আজও। সম্প্রতি একটি রক্তদান শিবিরে স্বপন দত্ত বাউল গানে সচেতন করেন। 'স্বেচ্ছায় রক্তদান করুন, এক ফোঁটা রক্তে মানুষের জীবন বাঁচে। রক্ত দান করলে কোনো ক্ষতি হয় না বরং শুদ্ধ রক্ত তৈরি হয়।' রক্তদান নিয়ে বাউল গানে মানুষকে এমন মহতী সচেতন করতে দেখে রাহুল সিনহা, অঞ্জন মুখার্জি এবং

বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়িকা ও মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র সকলেই পুষ্পস্তবক ও পদ্মফুলে সম্মানিত করেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। অভিযোগ, তার তিন দিন পরেই স্বপন দত্ত বাউল সেদিন বাড়িতে ছিলেন না, রাতের অন্ধকারে তাঁর মাটির বাড়িতে ঢোকে দুষ্কৃতীরা। জানালা ভেঙে দেওয়া হয়। লাইটের তার কেটে চিহ্নভিন্ন ও জলের কলটিকে ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে স্বপন দত্ত বাউল বলেন, 'আমি রাতে ছিলাম না তাই কে বা কারা করেছে দেখিনি। তবে দুষ্কৃতী ছাড়া আর কারা করবে। যেমন এর আগে অযোধ্যায় রাম মন্দিরে পর পর দুই বার বাউল গানে রাম ভজন, রাম কথা গাইতে যাওয়ার জন্য আচমকা হুমকি আসে, রাম মন্দিরে গান গাইতে কেনো গেছো? তুমি বিজেপির কর্মী। অথচ আমি কোনও দিনই বিজেপি দলের কর্মী নই। দু'বার বাড়ির দরজার তালা ভেঙে ঘরে ঢোকা হয়। ঘর ভাঙচুরের ব্যাপারে স্থানীয় বিজেপি নেতা ডাক্তার মানস দে, 'বর্ধমান থানার আইসি, বিজেপি জেলা পার্টি অফিস ও বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্রকে লিখিত জানানো হয়েছে। পুলিশ এসে দুঃখ প্রকাশ করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে।' এবার জনতার দরবারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জনানোর কথা বলেন স্বপন বাউল।

শিলাবতীর উপর বিপজ্জনক সাঁকো

নিজস্ব প্রতিবেদন, চন্দ্রকোনা: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোষকিরা গ্রামে শিলাবতী নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকোটি পানার চাপে ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। গ্রামবাসীদের দীর্ঘ চেষ্টায় আপাতত সাঁকোটি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরলেও আতঙ্ক কাটেনি। প্রতি বর্ষাতেই শিলাবতী নদীর জলের প্রবল তোড়ে এই বাঁশের সাঁকো ক্ষতিগ্রস্ত বা ভেঙে যায়। ফলে আট থেকে দশটি গ্রামের মানুষের সঙ্গে মূল এলাকার যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে নৌকায় করে প্রাণের ঝুঁকি

নিয়ে নদী পারাপার করতে হয় বাসিন্দাদের। নদীর এক প্রান্তে রয়েছে ঘোষকিরা, শীর্ষা, কল্লা, খুড়শি ও ধাইখণ্ড-সহ একাধিক গ্রাম। অপর প্রান্তে রয়েছে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল এবং ভগবন্তপুর জ্ঞানদা সুন্দরী উচ্চ বিদ্যালয়। ফলে স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী, রোগী, কর্মজীবী মানুষ সকলকেই প্রতিদিন ঝুঁকি নিয়েই নদী পার হতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জীব মণ্ডল বলেন, 'এটি দীর্ঘদিনের সমস্যা। প্রতি বর্ষাতেই বাঁশের সাঁকো ভেঙে যায়। তখন নৌকায় করে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। বহুবার প্রশাসনের কাছে স্থায়ী সেতুর দাবি জানিয়েছি, কিন্তু এখনও কোনও ব্যবস্থা হয়নি। নতুন সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, শিলাবতী নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক।' এলাকাবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিনের এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে অবিলম্বে শিলাবতী নদীর উপর একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন।

আসন্ন শারদীয়ার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পূজা গঙ্গেস ফ্ল্যাট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুঁটি পূজা অনুষ্ঠিত হল।

শিশুকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: এক সাড়ে চার বছরের শিশুকে শ্লীলতাহানি অভিযোগ উঠল। এবার বারাসাত পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাজিপাড়ার খুঁদিরাম পল্লিতে এক শিশুকে নক্কারজনক শ্লীলতাহানির ঘটনায় বছর ৪০ এর সমীর সরদারকে গ্রেপ্তার করেছে বারাসাত থানার পুলিশ। শুক্রবার তাকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেপাজতে নির্দেশ দেন। অভিযোগ, বাড়িতে কেউ না থাকায় গত মঙ্গলবার সাড়ে চার বছরের নাবালিকাকে শ্লীলতাহানি করে ওই ব্যক্তি। পরে শিশুটি তার বন্ধুর মাকে সব বললে সেই মহিলা শিশুটির পরিবারকে জানালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এরপরেই এলাকার মানুষ অভিযুক্তকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ করলে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযুক্ত সমীর সরদারকে গ্রেপ্তার করে।

পুলকারে ধাক্কা মিনিবাসের, মৃত ১ পথচারী, জখম ৫ পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের জিটি রোডে বেপরোয়া মিনিবাসের পরপর ধাক্কা পথচারী ও পুলকারে। শুক্রবার সকালে আসানসোল দক্ষিণ থানার জিটি রোডে মুর্গাশোলে হওয়া এই পথ দুর্ঘটনায় এক পথচারীর মৃত্যু হয়েছে। পুলকারে থাকা ৫ পড়ুয়া জখম হয়। তার মধ্যে তিনজনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি দু'জনকে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত পথচারীর নাম জয়দেব মণ্ডল (৬১)। পুরুলিয়ার কাশিপুর থানা এলাকার বাসিন্দা জয়দেব মণ্ডল আসানসোলের মুর্গাশোলে একটি হোটেলের কর্মী ছিলেন। এদিন দুপুরে আসানসোল জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পরে জয়দেব মণ্ডলের দেহ পুলিশ তাঁর স্ত্রীর হাতে তুলে দেয়। ধাক্কা মারার পরে মিনিবাস চালক পালিয়ে যায়। পরে আসানসোল দক্ষিণ ট্রাফিক গার্ড পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে ও বাসটিকে আটক করে নিয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলকারটি আসানসোলের জিটি রোডের উষাগ্রামের এক বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের। এদিন সকালে পুলকারটি অন্যদিনের মত জিটি রোডের মুর্গাশোলে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পড়ুয়া তুলছিল। সেই সময় আসানসোল-রানিগঞ্জ রুটের একটি মিনিবাস আসানসোলের সিটি বাসস্ট্যান্ড থেকে রানিগঞ্জ যাওয়ার পথের বেপরোয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হোটেল কর্মী জয়দেব মণ্ডলকে ধাক্কা মারে। পড়ে গিয়ে পড়ুয়া ভর্তি পুলকারের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। পরপর মিনিবাসের ধাক্কা দেখে এলাকার বাসিন্দারা ছুটে আসেন। খবর পেয়ে আসানসোল দক্ষিণ থানা ও ট্রাফিক গার্ড পুলিশ। আহত পথচারী ও পুলকারের জখম ৫ জনকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া সেখানে চিকিৎসক পথচারীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত ৫ পড়ুয়ার মধ্যে তিনজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়। আহত পড়ুয়াদের বয়স ৯ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে।

বরুণ খুনের মামলায় নিযুক্ত বিশেষ সরকারি আইনজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদনের পরেই বরুণ খুনের মামলায় সরকারি আইনজীবীকে সরিয়ে নিয়োগ করা হল বিশেষ সরকারি আইনজীবীকে। গৃহীত হল ৩৭ নম্বর সাক্ষীর সাক্ষ্য। পরবর্তী শুনানিতে বাবার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে। ২০১২ সালের ৫ ই জুলাই খুন হয়েছিলেন গাইঘাটার সুটিয়ার প্রতিবাদী শিক্ষক বরুণ বিশ্বাস। বরুণ বিশ্বাসের পরিবারের পক্ষ থেকে বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বারংবার প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর মুখ্যমন্ত্রীর শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বরুণ খুনের মামলার পুনঃতদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন। তারপরে দেখা গেল আজ শুক্রবার বরুণ খুনের মামলার ৩৭ নম্বর স্বাক্ষ গ্রহণ করা হল এবং সঙ্গে পরিবর্তন করা হয়েছে সরকার পক্ষের আইনজীবীকে। দেওয়া হয়েছে বিশেষ সরকার আইনজীবীকে। এদিন স্বাক্ষ গ্রহণ পরের নতুন বিশেষ সরকারি আইনজীবী জানান, 'শুক্রবার ৩৭ নম্বর স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হল। পরবর্তী তারিখ দেওয়া দেওয়া হয়েছে আগামী ৩১ অগস্ট। ওই দিন বরুণ বিশ্বাসের বাবার স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলছে। আমরা আশাবাদী দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি হবে।' বরুণ বিশ্বাসের দিদি প্রমিলা বিশ্বাস বলেন, 'আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের কথা শুনেছেন। আশাবাদী এবার প্রকৃত দোষীরা স্বাস্তি পাবে।'

সবুজায়নের বার্তা নিয়ে নয়াগ্রামে 'মায়ের নামে একটি গাছ' কর্মসূচি

সুবর্ণরেখার পাড়ে ১,০০০ চারা রোপণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: পরিবেশ সংরক্ষণ, সবুজায়নের প্রসার এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুস্থ ও বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এমটিআর ইনফ্রা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর উদ্যোগে নয়াগ্রামে অনুষ্ঠিত হল বৃহৎ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস এবং ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণের প্রেক্ষাপটে বৃক্ষরোপণ আজ শুধু একটি কর্মসূচি নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি আমাদের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অঙ্গীকার। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই 'মায়ের নামে একটি গাছ' কর্মসূচির আওতায় নয়াগ্রামের সুবর্ণরেখা নদীর পাড়ে,

জঙ্গল কন্যা সেতু সংলগ্ন এলাকায় একযোগে ১,০০০টি চারা গাছ রোপণ করা হয়। নদী তীরবর্তী এলাকায় সবুজায়ন বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলাই ছিল এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি, উদ্যানপালন ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নয়াগ্রাম মণ্ডল বিজেপির সভাপতি পরমেশ্বর মণ্ডল-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এমটিআর ইনফ্রা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেড-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই পরিবেশবান্ধব কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু বলেন, 'প্রকৃতিকে রক্ষা করতে হলে বৃক্ষরোপণকে সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করতে হবে। প্রত্যেক মানুষ যদি অন্তত একটি করে গাছ লাগিয়ে তার যত্ন নেন, তবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা অনেকটাই সম্ভব হবে। একটি গাছ শুধু অক্সিজেনই দেয় না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পৃথিবীও উপহার দেয়।' এদিন তিনি নিজেও বৃক্ষরোপণ করেন এবং সাধারণ মানুষের হাতে চারা গাছ তুলে দিয়ে পরিবেশ রক্ষায় সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কর্মসূচিতে স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবেশপ্রেমী, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্য এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি গাছের পরিচর্যা ও সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরা হয়। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি নিয়ে সংস্থার কর্ণধার শেখ মুক্তার হোসেন বলেন, 'প্রকৃতি আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি। তাই পরিবেশ রক্ষা শুধু সরকারের নয়, সমাজের প্রতিটি মানুষের যৌথ দায়িত্ব। 'মায়ের নামে একটি গাছ' কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে গাছ লাগানোর পাশাপাশি সেগুলির পরিচর্যার দায়িত্ববোধও গড়ে তুলতে চাই। এই মহৎ উদ্যোগে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করায় রাজ্যের কৃষি প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে এমটিআর ইনফ্রা প্রজেক্ট প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্যোগে ঝাড়গ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকে ব্লকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করা হবে।' অনুষ্ঠানে পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের গুরুত্ব তুলে ধরে বৃক্ষরোপণে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়।